ডিভি ২০০৬ বিজয়ীদের করণীয়

অ্যাডভোকেট কাজী রকীবুল ইসলাম

গত বছর নবেম্বর মাসে যারা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ডিভি ২০০৬-এর লটারি ফরম পূরণ করেছিলেন তাদের মধ্যে যারা বিজয়ী হয়েছেন তাদেরকে প্রথম চিঠি পাঠানো শুরু হয়েছে। কেন্টাকি কন্স্যুলার সেন্টার ২১ এপ্রিল, '০৫ তারিখ থেকে তাদের চিঠি আমেরিকা থেকে পোস্ট করছে এবং মে মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে ঢাকায় আসা শুরু হয়েছে। এবার কেন্টাকি থেকে সরাসরি ডিভি বিজয়ীদের ঠিকানায় চিঠি আসছে। সে জন্য কোনো দালালচক্র কর্তৃক ডিভি বিজয়ীদের চিঠি পোস্ট অফিস কর্মকর্তাদের সহায়তায় হয়রানি করার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ ধরনের হয়রানির শিকার হলে আপনি নিকটস্থ পুলিশকে অবশ্যই লিখিতভাবে জানাবেন।

বরাবরের মতো এবারো ডিভি বিজয়ীদের সার্টিফিকেট, মার্কশিট, রেজিস্ট্রেশন কার্ড ও এডমিট কার্ডে নিজের নাম এবং পিতার নামে গুরুতর অসঙ্গতি দেখা যাচ্ছে। এখন যাদের নামে এ ধরনের অসঙ্গতি হয়েছে তাদের ডিভি ফরমের নামের সঙ্গে একটি অক্ষরও গরমিল থাকলে ডিভি বিজয়ীরা সার্টিফিকেট দেখাতে পারবেন না।

ডিভি বিজয়ীদের ইংরেজিতে যে নিয়মকানুন পাঠানো হয়েছে তার সঙ্গে বাংলা নিয়মকানুনের কোনো মিল নেই। বাংলাতে ২০০৩ সালের নিয়মকানুন পাঠানো হয়েছে। কেন্টাকিতে বাংলা ভাষাভাষি কোনো লোক না থাকায় এ ধরনের ভুল হয়েছে। বাংলাতে দেয়া গাইডলাইন পুরনো, সে জন্য সবাইকে ইংরেজিতে দেয়া গাইডলাইন পড়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

এবার কেন্টাকি কন্স্যুলার সেন্টার ডিভি বিজয়ীদের মূল সার্টিফিকেট ইংরেজি করতে নিষেধ করছে এবং সার্টিফিকেটের উপরে ডুপ্লিকেট লেখা থাকলে তাও গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রায়ই দেখা গেছে, ডিভি ফরম পূরণের সময় নামের বানানের সঙ্গে সার্টিফিকেটের নামের বানানের মিল থাকে না। লটারি ফরম পূরণ করার সময় দরখাস্তকারীদের এদিকটা অনেকেই খেয়াল রাখেন না। ডিভি বিজয়ীদের প্রথম ফরম একটি বিশেষ টেকনিক্যাল ফরম, যাতে একজন ডিভি বিজয়ীকে তার নিজের এবং তার পুরো পরিবারের জন্মের পর থেকে ফরম পূরণ করা পর্যন্ত যাবতীয় তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিপিবদ্ধ করতে হয় এবং পরবর্তী সময়ে ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারের কম্পিউটারে তা আজীবন ডাটা এন্ট্রি করা থাকে। বর্তমানে ডিভি ২০০৬-এর ফরম পূরণ চলছে। এই ফরম পূরণে অনেকেই নানান সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এর মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতার কলাম অন্যতম। ৬নং কলামে (a) অনুচ্ছেদে শিক্ষাগত যোগ্যতার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এ কলাম পূরণ করতে গিয়ে হরহামেশা ডিভি বিজয়ীদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেয়া লাগে, যেমন : অনেকেই এসএসসি পাস করতে গিয়ে একাধিক স্কুল পাল্টিয়েছে এবং এখন কোন স্কুলের নাম দিতে হবে এ নিয়ে তারা খুব চিন্তায় পড়ে যায়। ক্লাস নাইনে সকলেরই রেজিস্ট্রেশন হয় এবং বোর্ডের স্কুলের সার্টিফিকেটেও সেই একই স্কুলের নাম থাকে। যেমন এক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে কেউ এসএসসি পাস করেছে এখন সে ফরমে ওই বিদ্যালয়ের নাম যাবে। আমাদের দেশে এসএসসি পাস করতে দশ বছর সময় লাগে। যেহেতু সে এসএসসি পাস করে ১৯৯১ সালে তাই তার স্কুল ভর্তির সময় থেকে দশ বছর যদি ধরা হয় তাহলে তার পাসের ক্যালকুলেশন হবে ০১-১৯৮১/০৬-১৯৯১। যদি কোনো ব্রেক অব স্টাডি না থাকে তাহলে এইচএসসি পাসের ক্যালকুলেশন হবে ০৭-১৯৯১/০৬-১৯৯৩। আর যদি এক বছর ব্রেক অব স্টাডি থাকে তাহলে হবে ০৭-১৯৯২/০৬/১৯৯৪। এভাবেই পাসের সাল ক্যালকুলেশন হয়। আর জুন, জুলাই যেটা লেখা হয় সেটা স্কুল এবং কলেজের সেশন শেষ এবং শুরুর সময়টা লেখা হয়। যাদের ১২ বছরের শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই তাদের ফরম পূরণের ক্ষেত্রে সঠিক পেশা দেখানো খুবই জরুরি। কিন্তু প্রায়ই দেখা গেছে, সাধারণত পূর্বে পরিচিত কেউ পেশা দেখিয়ে ভিসা পেয়েছেন বর্তমানেও সেটা মনে রেখে সেই পেশা দেখিয়ে তিনিও ফরম পূরণ করছেন এটা আদৌ ঠিক নয়। কারণ ন্যাশনাল অকুপেশনাল কোড প্রতিবছরই পরিবর্তনশীল। তাই সর্বশেষ অকুপেশনাল বইটি সংগ্রহ করে পেশা দেখালে ভিসা পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। আবার অনেকে ডিভির পেশার সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য এমন পেশা দেখিয়ে থাকেন, যা তার বর্তমান পেশার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যদি কেউ ফরম নিজেরা পূরণ করেন এবং ন্যাশনাল অকুপেশনাল কোড বই সংগ্রহ করতে না পারেন, তাহলে অবশ্যই ওয়েবসাইটে পেশার লিস্ট দেখে নেবেন। এবারের অকুপেশনাল লিস্টে পুরনো অনেক পেশা বাদ দেয়া হয়েছে এবং নতুন অনেক পেশা দেয়া হয়েছে। অথবা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

ডিভি বিজয়ীদের ডিভি পাবার পর ট্রেনিং নেয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, ডিভি বিজয়ীরা ট্রেনিংয়ের ব্যাপারে একেবারেই গুরুত্ব দেন না। বিশেষ করে পেশার ক্ষেত্রে ট্রেনিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই সঠিক পেশা নির্বাচন ও সেই পেশার ওপর পুরো দখল থাকা প্রয়োজন। যে পেশাই আপনি দেখান না কেন, আপনি যেখান থেকে ট্রেনিং নিয়েছেন সেই ট্রেনিং সেন্টারের নাম এবং কতোদিন ট্রেনিং দিয়েছেন তা অবশ্যই উল্লেখ করবেন। ডিভি বিজয়ীরা আরেকটা ব্যাপারে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন, আপনারা আপনাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার কোনো কাগজই লেমিনেটিং করাবেন না। এবার ২০০৬-এর লটারির আবেদন ফরম ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাঠানোর নিয়ম ছিল। ফলে সেখানে স্বাক্ষরের কোনো প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া কোনো সার্টিফিকেট বা মার্কশিট ইংরেজি করাবেন না বা নামের অসঙ্গতি থাকলে নতুন করে তুলবেন না।

ডিভি বিজয়ীদের ১০ নম্বর কলামে আমেরিকার ঠিকানা দিতে বলা হয়েছে। অনেকেই এখন ঠিকানা দেখাতে পারছেন না, তবে আমেরিকায় গ্রিনকার্ড হোল্ডার এমন কারো ঠিকানা দেয়ার চেষ্টা করবেন।

ডিভি বিজয়ীদের ২১ নং কলামে পরিবারের সদস্যরা এখন যাবে না পরে যাবে এ বিষয়ে অপশন দেয়া হয়েছে। এখানে বলে রাখা ভালো গত ডিভি ২০০৫-এ খুব কম লোককেই ভিসা দিচ্ছে। আবার ভিসা ফি বাড়িয়ে প্রতিজন ৪৭ হাজার টাকা করা হয়েছে। মেডিক্যাল ৩ হাজার করা হয়েছে। এছাড়া আনুষঙ্গিক খরচ তো আছেই। সে জন্যে এখন ডিভি বিজয়ীদের একা যাওয়ার অপশন দেয়া ভালো। পরবর্তীকালে ভিসা হলে ডিভি মেয়াদের মধ্যেই পরিবারের সদস্যদের নেয়া সম্ভব। তাতে অনেক টাকার সাশ্রয় হবে।

ডিভি বিজয়ীদের ২২ নং কলামে গত ১০ বছরের অভিজ্ঞতার বিবরণ দিতে বলা হয়েছে। যারা শিক্ষাগত জীবন শেষ করেছেন তারা অবশ্যই তারপর থেকে অভিজ্ঞতা দেখানোর চেষ্টা করবেন।

আরো একটি বিষয় হলো, এবার ডিভি বিজয়ীদের ছবি চাওয়া হয়েছে মাত্র একটি। ২´´ x ২´´ সাইজের দুটি ছবি এবং পেছন সাইড হতে হবে সাদা। মহিলাদের ক্ষেত্রে কানের দুল পরে ছবি না তোলা বাঞ্ছনীয়। সর্বশেষ ডিভি ফরম পূরণের কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়নি। সেজন্য ডিভি বিজয়ীরা চিঠি হাতে পেলে ফরম পূরণ করে পাঠালে তেমন অসুবিধা হবে না। সবশেষে একটি বিষয়ে সবার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, ডিভির প্রথম লেটার আসলে প্রতিবছরই কিছু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন। কিছু কোর্ট প্রাকটিশনার বিকালে বসে দুই-এক মাস ডিভির পরামর্শ দিয়ে থাকেন। পরে এসব লোককে সময় মতো পাওয়া যায় না। এতে ডিভি বিজয়ীরা মারাত্মক হয়রানির সম্মুখীন হন। সে জন্যে যারা ইমিগ্রেশনকে ফুলটাইম হিসেবে নিয়েছেন এবং দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে কাজ করছেন তাদের দ্বারা ফরম পূরণ করার জন্য পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।